উপসংহার

উপসংহার

মানুষ সামাজিক জীব। নিজের ও সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার তাগিদে মানুষ কতগুলি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে জীবনপথে এগিয়ে চলে। তবে এর বাইরেও জীবনের দাবীর সাড়ায় কিছু সম্পর্ক আপন খেয়ালেই গড়ে ওঠে। মনের অনুভবে লালিত এই সম্পর্কগুলির অস্তিত্ব যতটুকু সময়ের জন্যই হোক না কেন, এর অভিজ্ঞতা জীবনকে এক এক ভাবে পাঠ দান করতে করতে চলে। এই সম্পর্কের আবর্তগুলিই জীবন চলার গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে এদের গুরুত্ব অস্বীকার করবার কোন উপায় থাকে না। সুতরাং বলা যায়, জন্মসূত্রে অর্জিত, প্রয়োজনের তাগিদে এবং মনের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে ওঠা বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্য দিয়েই একটি জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে থাকে। অর্থাৎ বিচিত্র সম্পর্কের মোড়কেই আবৃত এই মানব জীবন। জীবন ও সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এই মানব সম্পর্ক। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম "নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাসাহিত্যে মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ।"

যুদ্ধোত্তর কালে সাহিত্য অঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানব-মানবীর সম্পর্কের প্রকৃতি কেমন, কতরকম তার রূপবৈচিত্র্য, আপাত দৃশ্যে নিস্তরঙ্গ মধ্য ও নিম্নবিত্ত জীবনের পরতে পরতে থাকা বহুমাত্রিক সম্পর্কের ধারায়ও যে কত উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়ার খেলা চলতে থাকে, জীবন জটিলতার নিগূঢ় রহস্য কীভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে তার নানা দিক আপন জীবন দর্শনের আলোয় তিনি তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিই অনন্য সাধারণ, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাসাহিত্যে মানব সম্পর্কের এই রূপ-বৈচিত্র্য তুলে ধরে আমার গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে যেভাবে অধ্যায় বিভাজন করেছি তা এরূপ – প্রথম অধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়। দ্বিতীয় অধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের বহুমুখী ধারা অন্বেষণ। তৃতীয় অধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ। চতুর্থ অধ্যায় - মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা। উপসংহার এবং সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী যুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় - 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়।' একজন শিল্পীর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে জানা একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায়টি

রচিত হয়েছে। এখানে ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ কীভাবে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, কীভাবে তাঁর জীবনবোধ গড়ে উঠেছে, প্রেরণা শক্তিই বা তাঁর কারা ছিলেন তারই একটি পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ বনাম সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র আমরা এখানে অনুভব করতে সক্ষম হব। সেই সঙ্গে তাঁর বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গেও পরিচিতি লাভ করব।

দ্বিতীয় অধ্যায় – "নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের বহুমুখী ধারা অন্বেষণ।" আমরা জানি উপন্যাস জীবনের সমগ্রতার কথা বলে। কাজেই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে, বহু চরিত্রের সমাবেশে জীবনের নানা উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সেখানে উঠে আসে। সুতরাং নর-নারীর বহুমুখী সম্পর্কের বাতাবরণ যে সেখানে থাকবে তা খুব স্বভাবিক। ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মুদ্রিত উপন্যাসের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি। অধ্যায়ের এই স্বল্প পরিসরে সবগুলি আলোচনা করা না গেলেও যে উপন্যাসে সম্পর্কের জটিলতা অনেক বেশি, যা গতানুগতিক সম্পর্ক ধারা থেকে পৃথক সেগুলিকে তুলে এনে শিল্পীর সৃষ্টিতে সম্পর্কের রূপবৈচিত্র্য কতখানি তা প্রস্ফুটিত করা হয়েছে। ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র কোন কোন রচনাতে সম্পর্কের জটিলতার সমাধান কিংবা পরিণতি নিজের মত করে টেনেছেন কখনো বা সে বিষয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় – 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে দেখা যায়, আমরা প্রত্যেকটি মানুষই এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। অথচ সেই দ্বীপগুলি সম্পর্কের কোন বাঁধনের জোরে জীবন নদীতে পাশাপাশি ভেসে চলে। আর সেই চলা কি শুধুই প্রয়োজনের তাগিদে চলা, যান্ত্রিকভাবে চলা, না তার পরেও কিছু আছে ? কিংবা 'দেহমন' উপন্যাসের চরিত্রগুলি যখন দেহ থেকে মনে উত্তীর্ণ হয় তখন তাদের এতদিন ধরে বয়ে আসা সম্পর্ক কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, আর সেই পরিবর্তন কতখানি সুস্থ ? অপরদিকে 'চেনামহল' উপন্যাসের চেনা চরিত্রগুলি কেমনভাবে অচেনা হয়ে উঠে জীবনের এমন সমাধানে পৌঁছোয়। অথবা 'তিন দিন তিন রাত্রি' উপন্যাসে দুই বোনের স্বাভাবিক সম্পর্ক কোন্ প্রবৃত্তির টানে জটিল থেকে জটিলতর গিঁটে আবদ্ধ হয় ? সেই গিঁট কি আর কোন দিন খুলবে ? কেমন হবে এই সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি.....? এমনই সব বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ তথা সম্পর্কের বহুমুখী সমীকরনের রূপ এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় – 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ'। ছোটগল্প জীবনের খন্ডাংশকে তুলে ধরে। হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁক তাই এখানে ধরা পড়ে। যে অনুভূতি সমূহের দ্বারাই মানব-সম্পর্কগুলি মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়। নরেন্দ্রনাথ

মিত্র প্রায় চার'শো-র কাছাকাছি ছোটগল্প রচনা করেছেন। যার প্রত্যেকটিতেই সম্পর্কের সমীকরণ পাঠকবর্গকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে, জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা দেয় – সেগুলিকেই একসূত্রে গ্রথিত করে এই অধ্যায়ে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেভাবে শ্রেণীকরণ না করা গেলেও আলোচনার সুবিধার জন্য ক) দাম্পত্য সম্পর্ক খ) বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক গ) বৈধব্য সম্পর্ক ও ঘ) অন্যান্য সম্পর্ক এই কয়েকটি গোত্রে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। ক) দাম্পত্য সম্পর্কে একটি বলয়ের দু'জন নারী-পুরুষ আবদ্ধ থাকলেও সে ধারারও নানা স্তর রয়েছে। তা গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যেমন – সেতার, রস, অবতরণিকা, এক পো দুধ ইত্যাদি। খ) দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে যে সম্পর্ক নানা পর্বে জীবনের এসে ভিড় করে সেগুলি সাধারণত অবৈধ সম্পর্ক নামেই পরিচিত। এই পরকীয় সম্পর্কগুলিও যে কত ধারায় বিকশিত হয় তার বিভিন্ন দিক লেখকের অসবর্ণা, স্বরসন্ধি, দীপান্বিতা, বিকল্প ইত্যাদি গল্পে উঠে এসেছে। গ) জীবনের দাবীর সাড়ায় বিধবা রমণী কিংবা বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় সম্পর্কে আবদ্ধ হলে সেই সম্পর্ক জটিলতার কোন্ স্তরে পৌঁছোয় সেদিকগুলিও উঠে এসেছে – মহাশ্বেতা, যবনিকা ইত্যাদি গল্পে। দাম্পত্য, বৈধব্য কিংবা বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্কের বাইরেও আছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারার বহু সম্পর্ক, যেগুলিকেই পৃথক পৃথক প্লট গঠন করে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরেছেন। এরকমই চেনা মানুষগুলির জীবন সম্পৃক্ত সম্পর্কগুলির আবর্ত, টানাপোড়েন, জটিলতা, দ্বন্দ্ব কীভাবে তিনি নানা গল্পে প্রতিফলিত করেছেন তারই নানা দিক এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম – 'মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা'। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যেহেতু মানব জীবনকে কেন্দ্র করে শিল্পী সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন সেহেতু প্রত্যেক সাহিত্যিকের রচনাতেই মানব-মানবীর সম্পর্কের বিভিন্ন বাতাবরণ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা কতখানি তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করেই এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। আপন জীবন দর্শনের আলোকে, লেখনী শক্তির দক্ষতায় ও নিজস্ব ভাষাশৈলীর কৌশলে মানব-মানবীর সম্পর্ক রচনায় কীভাবে মৌলিকতা অর্জন করেছিলেন তা-ই এই অধ্যায়ে উঠে এসেছে।

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, যুদ্ধকালীন সময় থেকে ৭০ দশক পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্য নতুন নতুন ফর্ম, আঙ্গিক, ভাবকে গ্রহণ করতে করতে চলছিল। সে জায়গায়

দাঁড়িয়ে অসাধারণ কাঠামো নির্মাণ ও বিবৃতিধর্মী রচনার মধ্য দিয়ে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র চরিত্রগুলিকে যেভাবে বিভিন্ন দিক থেকে দেখাতে দেখাতে নানা গল্পের সমাপ্তি টানেন তা যেমন আমাদের বিস্মিত করে তেমন অনিবার্য বলেও মনে হয়। সাধারণ কথার মারপ্যাঁচে তিনি যেভাবে সম্পর্কের বাঁকগুলিকে তুলে ধরেন তা অভিনব। বাস্তবে নর-নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্ককে আমরা প্রত্যক্ষ করি ঠিকই কিন্তু সেভাবে অনুভব করি না। অথচ সেই বাস্তব জীবনের সম্পর্ককে লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পের বুননের মাধ্যমে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে আমাদের পাঠকদের, সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিস্মিত করে, নব নব রসের সন্ধান দেয়, আসলে জীবন কেমন সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। যার মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন অভিজ্ঞতায় নতুন নতুন পালক যুক্ত হয়ে যায়।